

রামকৃষ্ণ কথা

মন স্থির না হলে যোগ হয় না । সংসাররূপ হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে । ঐ দীপটি যদি আদপে না নড়ে, তা হ'লে ঠিকি যোগের অবস্থা হয়ে যায় । কামনিকাঞ্জনই যোগের ব্যাঘাত । বস্তু বচার করবে । মানুষের শরীরে ক'ি আছে ----
-----রক্ত মাংস, চর্ব্বি- নাড়িভিড়ি, কৃমি, মূত, বস্টি এইসব । সেই শরীরের উপর আপন ভাবনা কেন ?

যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল-ফ্যালে । দখেলই বুঝা যায় । যমেন পাখি ডিম্বে তা দিচ্ছে-- সব মনটি ডিম্বে দকি ; উপরে নামমাত্র চয়ে আছে ।

.....সূত্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত — শ্রীম'কথতি ।

*

ঈশ্বরের প্রতীক রূপ মন চাই?

যমেন সতীর পততি, কৃপনের ধনতে, বসিযীর বসিযে - - এরূপ টান যখন ভগবানের প্রতীহ্য, তখন ভগবান লাভ হয়। ব্যাকুল হয়। তাঁর কাছে আবদার কর। তিনি অবশ্যই দেখো দবেন। তাঁর জন্ম ক'দতে পারলে দর্শন হয়, সমাধি হয়। ক'দলে কুম্ভক আপন হয়. - - তারপর আপন হয়. সমাধি। -----শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "ভোগ থাকলে যোগ কমে যায়, আর ভোগ থাকলে জ্বালা বাড়ে।" উনি দিনরাত হামাদরে এই কথা শখিতনে, বলতনে, "যাগে-যোগে জগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর সোয. লাগবি।"

" ব্রহ্ম ক'ি জিনিস - - মুখে বলা যায় না । একজন বলছেলি --- সব উচ্ছ্বিট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছ্বিট হন নাই । এর মানে এই যে বদে, পুরাণ, তন্ত্র, আর শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছ্বিট হয়েছে বলা যতে পারে, ক'ন্তু ব্রহ্ম ক'ি বস্তু, ক'উ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই । তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছ্বিট হন নাই !

আর সচ্চিদানন্দে সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ -----'যে ক'ি আনন্দে তা মুখে বলা যায় না । যার হয়েছে সে জানে ।

সূত্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে সংকলতি ।
